# হযরত মৌলানা হাজী শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই ( রহঃ) - সংক্ষিপ্ত জীবনী

# লতিফ চরিত- সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত

সম্পাদনা- শাহ মুহাম্মদ এনামুর রহিম লতিফী,
পি. এইচ. ডি., (ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা)
Email: erlatifee@gmail.com

প্রধান পুস্তক: **লতিফ চরিত** - সৈয়দ আলী আজম নেজামপুরী,
প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৯ বাংলা , ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ

সাহায্যকরি গ্রন্থ : “নূরের খনি”- সাইয়্যেদুল মোনাজেরিন হযরত মাওলানা আলহাজ শাহ আবুল ফরাহ মুহাম্মদ নুরুল হক লতিফী ( রহঃ )

সোমবার, ০১ মুহাররম ১৪৪৩ হিজরী, ০৯ আগস্ট ২০২১, ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা,
হাইল শহর, হাইল প্রদেশ, সৌদি আরব

## পরিচিতি

**হযরত মৌলানা হাজী শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই (রহঃ), (১৮৬১ - ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)**

তিনি "সিলিসিলায়ে লতিফীয়া" অর্থাৎ "লতিফীয়া আধ্যাত্মিক ধারার" প্রতিষ্ঠাতা ( সিলসিলা- অর্থ : Chain-শিকল- ধারা) ।এই সিলিসিলায়ে লতিফীয়ার মুরিদ, অনুসারী ও ভক্তদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য তিনি "ওযায়েফে লতিফীয়া" রচনা করেছেন। তিনি এই ওযিফা ভক্ত মুরীদদেরকে প্রত্যহ একবার পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। "ওযায়েফে লতিফীয়া" কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নকশেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া, মোহাম্মদীয়া- এই পাঁচ তরিকার উপর ভিত্তি করে প্রণীত।

তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ছয় বৎসর বৃত্তি বা মোসাহেরা প্রাপ্ত এবং জমাতে উলার পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেজন্য একটি স্বর্ণের মেডেল ও ফিকাহ -তে আরেকটি স্বর্ণের মেডেল লাভ করেন। এরপর হিন্দুস্থানের গঙ্গুহে হযরত মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গুহী সাহেবের (রহঃ) নিকট হাদীস শরীফের সনদ হাসিল করেন। এরপর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দেওবন্দের দারুল উলুম মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মাওলানা উপাধিতে বিভূষিত হন।

তারপর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ও চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট মোহসানিয়া মাদরাসার সিনিয়র শ্রেণীতে অতি সুনামের সাথে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি একজন সুবিজ্ঞ, মোহাক্কেক আলেম, পীরে কামেল। তিনি মিরসরাই লতিফীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি ভারতবর্ষের আসাম, ত্রিপুরা এলাকায় এবং বাংলাদেশের নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় অতি প্রভাবের সাথে শরীয়ত ও মারেফত জারি করেছেন। তর্ক, বহছ, মোনাজারা ও লেখালেখির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভুল আকিদা ও বেদাতিগনকে দমন করেছেন। তিনি বহু কেতাব ও সিনিয়র জমাতের পাঠ্যপুস্তকের শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখে ছাত্র-শিক্ষকগণের যথেষ্ট উপকার করেছেন।

## জন্ম:

ব্রিটিশ শাসনামলে পাক-ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বঙ্গ প্রদেশে চট্টগ্রাম জেলার উত্তর দিকে নেজামপুর একটি পরগনা, সেখানে মিরসরাই থানা।

**পিতা:** মিরসরাই থানার কিসমত জাফরাবাদ গ্রামে বিখ্যাত মরহুম মুন্সি আলিমুদ্দিন সাহেবের বাড়ি। তিনি আরবি, উর্দু, ফার্সি, ও বাংলা ভাষায় সবিশেষ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি মিরসরাই দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তিনি সংসার জীবনে খুবই উন্নতি লাভ করেছিলেন।

**মাতা:** মাতা সাহেবা মনি জান বিবি। তিনি পাক-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ আলেম, তাপস কুল শিরোভূষণ, হযরত মাওলানা গাজী সুফি নূর মোহাম্মদ নেজামপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি এর ঘনিষ্ঠ ভাতিজি ছিলেন।

[হযরত মাওলানা গাজী সুফি নূর মোহাম্মদ নেজামপুরী রহমাতুল্লাহ আলাইহি (মৃত্যু পহেলা নভেম্বর, ১৮৫৮) ভারতবর্ষের বিখ্যাত পীর সৈয়দ আহমেদ বেরলভীর (র.) মুরিদ (১৭৮৬–১৮৩১) ছিলেন। তিনি তাঁর পীর এর সাথে হজ্ব করেছিলেন এবং মদিনায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বালাকোটের বিখ্যাত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ইসলামের খেদমতে এবং ধর্ম প্রচারের কাজে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। উনি চির কুমার ছিলেন। তাঁর পিতা শেখ মুহাম্মদ পানাহ গজনীর সম্রাটের বংশধর বলে জানা গেছে।]

**জন্ম:** হযরত মৌলানা হাজী শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি [জনাব মাওলানা সাহেব(রহঃ) নামে এই বইতে পরবর্তীতে উল্লেখ হবে] ভাদ্র মাসের ১২ তারিখ, ১২৬৮ বাংলা সনের, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ, ১২৮১ হিজরী, দিবাগত রাত দশটার সময় এক পূণ্যময় শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন।

## শিক্ষা:

জনাব মাওলানা সাহেব(রহঃ) পাঁচ বছরে পদার্পণ করলে তাকে গ্রাম্য মক্তবে পাঠানো হয়. তিনি অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র কুরআন মজীদের পাঠ সমাপ্ত করে কয়েকটি আরবি ও ফার্সি কিতাবের অধ্যয়ন শেষ করেন এবং এর সাথে সাথে উনার বাংলা ভাষা শিক্ষাও হয়।
জনাব মাওলানা সাহেব গ্রাম্য মক্তবের পাঠ শেষ করে বড় মৌলভী সাহেবের মাদ্রাসায় কিছুদিন অধ্যায়ন করেন।
**বড় মৌলভী সাহেব:** নিজামপুরের উত্তর দিকে মোবারকঘোনার সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও পীরে তরিকত হযরত মাওলানা মোঃ আকরাম আলী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি (রহঃ), বড় মৌলভী সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ সুফি গাজী নুরমোহাম্মদ (রহঃ)-এর খলিফা ছিলেন।
এরপর জনাব মাওলানা সাহেব আরো উচ্চশিক্ষার জন্য চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট মোহসানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি সেখানে সবসময় পরীক্ষায় বিশেষ খ্যাতি ও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।
এরপর পিতামহের অনুমতিক্রমে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে আসবাবপত্রসহ নৌকা যোগে অগ্রসর হন ও সেখানে ভর্তি হন।
তিনি জামাতে সীয়মের ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। জমাতে উলার মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। সেজন্য একটি

স্বর্ণের মেডেল ও ফিকাহ -তে আরেকটি স্বর্ণের মেডেল লাভ করেন। জনাব মাওলানা সাহেব সসম্মানে জমাতে উলা পাস করার কিছুদিন পর মাদ্রাসার কামিয়াবি ছাত্রদেরকে সনদ ও মেডেল প্রদানের জন্য লাট সাহেব (ব্রিটিশ প্রতিনিধি) মাদ্রাসায় আসেন। তিনি মাওলানা সাহেবের প্রতিভা ও কৃতিত্বে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট ও স্বর্ণের মেডেল প্রদান করেন। এরপর মাওলানা সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাতে কিছুকাল শিক্ষকতা করে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। মাওলানা সাহেব বাড়িতে এসে দেশের মধ্যে পরিচিত হয়ে পড়েন। একটি অল্পবয়স্ক তরুণ–যুবক মাদ্রাসা পাস করে আসার সংবাদ-এ দেশের জনগণ আশ্চর্য হয়ে পড়েন। অনেকে তাকে দেখার জন্য মৌলুদ ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করতে থাকেন।

## মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গুহী সাহেব (র.)- এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ

এর কিছুদিন পর মাওলানা সাহেব হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, দর্শন ও বিজ্ঞানে অধিক জ্ঞান অর্জনের জন্য হিন্দুস্থান গমন করেন। সেসময় হিন্দুস্থানে হযরত মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গুহী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি সুপ্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। যার ইলমের পাহাড়ের মাপকাঠি নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

জনাব মাওলানা সাহেব হযরত আল্লামা গঙ্গুহীর নিকট এক বছরের বেশি সময় হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন।

## দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে -মাওলানা উপাধি লাভ

তিনি সেখানে শিক্ষা শেষ করে দেওবন্দ গমন করেন ও ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ দেওবন্দের দারুল উলুমে ভর্তি হন। তখন দারুল উলুমের প্রিন্সিপাল ছিলেন ভারতের আলেমকুল শিরোমনি হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি।

তিনি মাওলানা সাহেবের কলিকাতায় মাদ্রাসা আলিয়ার সার্টিফিকেট ও মেডেল পরিদর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাকে সবিশেষ আদর যত্ন করতে থাকেন। মাওলানা সাহেব সুদীর্ঘকাল হাদিস তাফসির শিক্ষা দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ন করে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করে দেওবন্দ মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায়

কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। তিনি দেওবন্দ দারুল উলুমে যোগ্যতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ায় এবং তাহার অপরিসীম জ্ঞান প্রাচুর্যে উক্ত মাদ্রাসার প্রিন্সিপল ও অধ্যাপকগণ উনাকে মাওলানা উপাধিতে বিভূষিত করেন।

## খেলাফত নামা

১. হিন্দুস্থানের জৌনপুরের (ভারত বর্ষ- *উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের)* খ্যাতনামা পীর মুর্শিদ হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী রহমতুল্লাহ আলাইহির সাহেবজাদা সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী (রহ.) হতে সনদ ও খেলাফত প্রাপ্ত

*হাফিজ আহমদ জৌনপুরী, (১৮৩৪-১৮৯৯); ১৮৯৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার সদরঘাটে তাঁর মৃত্যু হয়। চকবাজার শাহী জামে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁর মাযার অবস্থিত।*

*কেরামত আলী জৌনপুরী (র.) (১৮০০ – ১৮৭৩), ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর অধস্তন ৩৫তম পুরুষ। তিনি বাংলাদেশে ইসলামের আলো বিকীর্ণ করেছেন।*
*কেরামত আলী প্রায় ৪৬টি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেন।*
*তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরের মোল্লাহাটায় জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদের নির্দেশে কারামত আলী (র.) বাংলা ও আসাম অঞ্চলে সমাজ সংস্কার ও ইসলাম ধর্মপ্রচারের কাজে লিপ্ত হন।*
*তাঁর লেখা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই হলো- মিফতাহ-উল-জান্নাহ, বাইয়া’ত-ই-তওবা, শিস্ত আল-মুসল্লি, মুখারিব-আল-হারুরফ, কাউকাব-ই-দুর্রি, তরজমা শামায়েল-ই-তিরমিজী, তরজমা মিশকাত, আল-ক্বাউল আল-ছাবিত, বাইয়া’ত ওয়া তাবুয়া, ক্বাউল আল-আমিন, মুরদ আল-মুরিদিন, ফরজ-ই-আযম, কিতাব আল-ইনতিকামাত, নূরুন আলা নূর, যাদ আল-তাক্বওয়া।*

*হযরত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) মাজার শরীফ রংপুরের মুন্সিপাড়ায় অবস্থিত। মুন্সিপাড়া রংপুরের জিরোপয়েন্টের কাছারি বাজার এলাকা থেকে মাত্র ১০০ গজ দক্ষিণে।*

২. পীরে কামেল হযরত মাওলানা মোঃ আকরাম আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি নিজামপুর, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ এর কাছে থেকে খেলাফত লাভ করেন।

৩. হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম পীরে তরিকত হযরত মাওলানা কাজী ইসমাইল ম্যাংগলাউড়ী রহমতুল্লাহ আলাইহি হতে খেলাফত প্রাপ্ত।

## বিখ্যাত উক্তি

জনাব মাওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে কোন এক মাদ্রাসা -শিক্ষকের ষড়যন্ত্রের কথা জনাব মাওলানা সাহেবকে জানান জনৈক আব্দুর রহমান। একথা অবগত হওয়ার পর তিনি মন্তব্য করেন
“বাবা আব্দুর রহমান, আমি সমুদ্রের পানি নহি যে আমাকে পান করিয়া ফেলিবে অথবা জীবজন্তু নহি যে আমাকে জবেহ করিয়া খাইবে। আমি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। ভয়–ভীতি কাপুরুষের লক্ষণ।
আমি যাহা বুঝি ও ন্যায় সঙ্গত ভাবে করি তাহা হইতে এক বিন্দু পরিমানও পদস্খলিত হইতে পারিব না। সুতরাং মাদ্রাসার সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্র একত্রীভূত হইয়া যদি আমার সঙ্গে বহস, মোনাজারা (অর্থাৎ বিতর্ক) করিতে প্রস্তুত হয় তাহাতে আমি ভীত হওয়ার পাত্র নহি। তজ্জন্য তোমরা নিরাশ ও দুঃখিত হইও না।”

## জনাব মাওলানা সাহেবের চরিত্র

জনাব মাওলানা সাহেবের চরিত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল। রাগ, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি হীন মনোবৃত্তি তার উন্নত চরিত্রে স্থান লাভ করে নাই। তিনি বিনয়ী ও সদালাপী ছিলেন। সরলতা তার জীবনের প্রধান অলংকার ছিল। কেহ তাহাকে কোন বিষয়ে উচ্চস্বরে কথা বললে, তিনি বিনয়, সরল ও মধুর ব্যবহার তার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে তাহার কোনো শত্রু ছিল না। কেবল মাযহাব ও শরীয়তের মাসালা নিয়ে আলেম সমাজের বিরোধী দলের সাথে তর্ক, বহছ, মোনাজারা হত। বিরোধীপক্ষের কঠোর ভাষায় তাহাকে কখনো রাগান্বিত হতে দেখা যায় নাই বরং তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে কৌশলে তাদেরকে জব্দ করেছেন, সরলতার মাধ্যমে তাদের হৃদয় জয় করেছেন। এরকম হেকমতওয়ালা কৌশলী সূক্ষ্মদর্শী আলেম সমাজে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। উনি সকলকে আপনি বলে সম্বোধন করতেন।

উনি ফল ফুলের গাছ এবং সব রকমের গাছ ভালোবাসতেন। উনার বাড়িতে সব রকমের ফল গাছ লাগিয়ে ছিলেন এবং অন্যান্য বৃক্ষ রোপন করেছিলেন।

ফজরের নামাজের পর সাধারণত সব অজিফা কালাম, নাস্তা, লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য কাজ শেষে, গোসলের আগে একটি দা হাতে বের হয়ে গাছ গাছালির পরিচর্যা, আগাছা পরিস্কার করতেন।

জনাব মাওলানা সাহেব মেহমানদের যথেষ্ট কদর করতেন। তাঁর বাড়িতে ৫০ থেকে ৬০ বিদেশি মুসাফির ও মেহমান দেখা যেত এছাড়াও আত্মীয়-স্বজন বিদেশের আলেম, শিক্ষিত লোকজন প্রতিদিন তার মেহমান হিসেবে থাকতেন। কোন উৎসব উপলক্ষে কেবল বিদেশি মেহমান ২০০ থেকে আড়াইশো তার বাড়িতে দেখা যেত। তিনি মেহমান ছাড়া আহার করতেন না। অন্দরমহলের মহিলাগণ অত্যন্ত মেহমান পরায়ণ ছিলেন। মেহমানদারী ও সেবা যেন তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের

মধ্যে গণ্য ছিল। এরূপ মেহমানদারী, আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত অতুলনীয় । তিনি পরোপকারী ও পরহিতব্রতী ছিলেন।
তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী বিদ্যানুরাগী মহান ব্যক্তি ছিলেন।
তাঁর অর্থসাহায্যে বহু শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করেছিল।
তিনি মিরসরাই লতিফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

## পবিত্র হজ্জ পালন

তিনি ১৯১১ সালে পবিত্র মক্কা শরীফে হজ্জ পালন করেন।
তিনি বাড়ি থেকে মিরসরাই স্টেশনে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে তার ওয়ালেদ ওয়ালেদার চরণধূলি গ্রহণ করেন এবং সহিসালামতে মনজিলে মকসুদে পৌঁছার জন্য তাদের দোয়া প্রার্থী হন। এসময় তার ভক্ত-মুরিদ আলিম মাদ্রাসা ছাত্র গণের অর্ধেক মাইলব্যাপী এক বিরাট মিছিল রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত তাঁর সাথে গমন করেন। তিনি কলকাতায় পৌঁছলে তাঁর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা মাওলানা নুরুল হক সাহেব তার সাথে হজে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তখন কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ালেখা করছিলেন। তাঁর আকুল আগ্রহ অবলোকন করে তাঁকে সাগ্রহে সঙ্গী করেন।
মক্কা শরীফে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় হাজীগন তাঁকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। তিনি মক্কা শরীফের কয়েকটি প্রসিদ্ধ কুতুবখানা ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে অর্থ সাহায্য প্রদান করে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। তিনি মদীনা শরীফে সেখানকার আলেমগনের সম্মান লাভ করেন। তিনি সে শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর ছাত্র ও হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেব রহমতুল্লাহি ওস্তাদ ভাই জানতে পেরে মদিনা শরীফের আলেম ও জনগণ তাহার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। কেননা মদীনা শরীফে তাহারা বহুদিন যাবৎ মাদ্রাসায় হাদিসের অধ্যাপনা করেছিলেন, তখন তারা সেখানে যাতায়াত করতেন মদিনায় তাদের প্রভাব ও মর্যাদা ভারতের থেকে আরও অধিক ছিল।

# সুপ্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ

জনাব মাওলানা সাহেবের লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ:

১. অযিফা: ওযিফায়ে লতিফীয়া (বরকতময় তরিকার মুরিদ, অনুসারী ও ভক্তদের প্রাত্যহিক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য)

২. জুমু'আর আরবি খোৎবা এবং বাংলা সারমর্ম: খোৎবাতে লতিফীয়া

৩. তাবীজ এবং কোরআনী আমল–এর কিতাব: মোজাররেবাতে লতিফীয়া- এটি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রণীত।

এই বইয়ের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন:

"এই ফকীর আব্দুল লতিফ মিরসরাই ইসলামাবাদী আল্লাহর সৃষ্ট সকল জীবের কল্যাণের জন্য কিছু পরীক্ষিত তাবীজ এবং নিরীক্ষিত ব্যাবস্থাপনা (নুসখা) এই সংক্তিপ্ত সহিফায়ে (পুস্তকে) লিখে অনুমতি সহকারে প্রচার করা হলো যাতে, দ্বীন ও দুনিয়ার ভ্রাতৃবৃন্দ এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা আমল করে অসীম কল্যাণ অর্জন করে নিজের এবং অন্যের অবস্থার উন্নতি করতে পারেন"

৪. বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাব:

i. ফতোওয়ায়ে লতিফীয়া

ii. ছফিনাতুল মোয়াদান

iii. এশায়াতুত তালিম (এখানে জুমু'আর খোৎবা মূল আরবী বজায় রেখে উহার সারমর্ম দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে)

৫. ফার্সি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ "উরফী" কিতাবের শরাহ/ব্যাখ্যা: মোয়ায়েদে লতিফীয়া

৬. পত্র বিনিময় এবং ফতোয়া লিখার আদর্শ প্রণালী: এফাদাতুল তুললাব

কথিত আছে উনি আরো মূল্যবান পাঠ্য পুস্তকের শরাহ/ব্যাখ্যা লিখেছেন।

## কুরআনী আমল

জনাব মাওলানা সাহেব পবিত্র কোরআনের সূরা ও আয়াত এর আমল দ্বারা বহু দুরারোগ্য ও কঠিন রোগগ্রস্থ লোকদেরকে চিকিৎসা করে আশ্চর্যজনক ফল দেখিয়েছেন। ওলাওঠা, বসন্ত ইত্যাদি রোগের চিকিৎসক হিসেবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন যেখানে ওলাওঠা উপদ্রব হয়েছে তিনি সেখানে গেলে আর রোগ হয় নাই। গ্রাম ও বাড়ির লোকজন শান্তি লাভ করেছেন। তিনি উক্ত মহামারী রোগে এরূপ প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়েছেন যে, তা লোকসমাজের ধারণাতীত।

## খানকা শরীফ

জনাব মাওলানা সাহেবের খানকা শরীফে প্রতিদিন গড়ে আড়াইশো থেকে ৩০০ লোক নামাজ পড়তো কোন মাহফিল জিয়াফত উপলক্ষে ৮ থেকে ১০ হাজার এবং ঈসালে সওয়াবের অনুষ্ঠানে ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক উপস্থিত থাকবো উপস্থিত হত।

তিনি বড়ই দানশীল ছিলেন। বছরে কমপক্ষে দুই থেকে তিনবার ৪০ থেকে ৫০ জন আলেম দাওয়াত দিয়ে খতমে ইউনুস খতমে খাজেগান খতমে তাহলীল খতমে গাউছিয়া ইত্যাদি পড়িয়ে মৃত ব্যক্তিদের মাগফিরাত ও নাজাতের জন্য দোয়া করতেন। সবাইকে যথোপযুক্ত টাকা পয়সা দিয়ে সুখী করতেন। দানের নিয়ম এমন ছিল যে কাকে কত দিয়েছেন তা জানার উপায় ছিল না। তিনি স্বহস্তে দান করতেন। তিনি হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পয়গম্বর, আউলিয়া কেরামের প্রতি ফাতেহা এবং মোমিন-মুসলমানদের রুহের মাগফেরাত কামনায় এক বিরাট সভা কায়েম করেছিলেন। সভায় চট্টগ্রাম নোয়াখালী ত্রিপুরা অন্যান্য জায়গা বহু খ্যাত মামা খ্যাতনামা আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন সাগ্রহে যোগদান করতেন। তিনি উপস্থিত আলেমদের কে নিয়ে খতমে কোরআন খতমে ইউনুস, খতমে খাজেগান, ইত্যাদি পড়ে মিলাদ পাঠ করে দোয়া করতেন।

তারপর উপস্থিত আলেম-ওলামা ও জনসাধারণকে তরিকতের পথ প্রদর্শন করতেন এবং জিকির-আজকার ও দোয়া দরুদের কাজে লিপ্ত রাখতেন।

## প্রাত্যহিক আমল

চিস্তিয়া, কাদেরিয়া, নকশেবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া, মোহাম্মদীয়া তরিকার জিকির প্রণালী প্রত্যহ ফজর, মাগরেব ও এশার নামাজের পর মুরিদ ও ভক্তদের শিক্ষা দিতেন।

তাহাদের জিকির আজকার সহজ করার জন্য তিনি "ওজায়েফে লতিফীয়া"-বই প্রকাশ করেন। ওই অজিফা যেন পেয়ালার মধ্যে সাগর। সেখানে তরিকা সমূহের জিকির প্রণালী এবং ছয় লতিফার ছবি স্পষ্ট করে সাধারণের বোধগম্য করে দেখানো আছে।

তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য রাতে ঘুমানোর আগে পানি এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করে রাখতেন।

তিনি মধ্যে রাত্রি থেকে জিকির আজকার এবং মোরাকাবা মোসাহেদায় লিপ্ত থাকতেন।

তিনি ফজরের ও আসরের পর **মোছাব্বাআ'তুল আ'শারা** আমল করতেন।

তিনি ফজরের নামাজের পর মোসাহেদায় নিমগ্ন থাকতেন তারপর দোআ দরূদ পড়ে ইশরাকের নামাজ আদায় করতেন। তারপর চা পান করে কোরআন শরীফ , দালাইলুল খাইরাত (دلائل الخيرات), হিজবুল বাহার ইত্যাদি অজিফা পড়ে চাশতের নামাজ আদায় করতেন।

সাধারণত সব অজিফা কালাম, নাস্তা, নামাজ, লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য কাজ শেষে গোসলের আগে একটি দা হাতে বের হয়ে গাছ গাছালির পরিচর্যা ও আগাছা পরিস্কার করতেন।

তিনি ২০ শে রমজান থেকে ৩০ শে রমজান মসজিদে এতেকাফ করতেন।

## গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াসমূহ

জনাব মাওলানা সাহেব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক ফতোয়া দিয়েছেন। তার মধ্যে দেশীয়/মাতৃভাষায় খুতবা দানের ফতোয়া; খয়রাত, জেয়ারত, জানাজা, মৌলুদ, কেয়াম,বুলন্দ আওয়াজে দরুদ শরীফ পড়া জায়েজ হওয়ার ফতোয়া জায়েজ হওয়ার ফতোয়া; ইত্যাদি।

## দেশীয়/মাতৃভাষায় খুতবা দানের ফতোয়া

জনাব মাওলানা সাহেব ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জুমার আরবী খুতবার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম দেশীয় বা মাতৃভাষায় উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে বুঝিয়ে দেয়া সম্বন্ধে আরবি ভাষায় এক ফতোয়া লিখেন। তিনি এটাই দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক আরবি ভাষায় অনভিজ্ঞ, তারা জুমার আরবী খুতবা কিছুই বুঝতে পারে না। এজন্য খতীব সাহেবের খোতবা দানকালে অনেক মুসল্লি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কারো বা নিদ্রা এসে যায়।
খোতবা অর্থে বক্তৃতা উপদেশ বুঝতে না পারলে খোতবার মহান উদ্দেশ্য সফল হয়না। এখানে মূল আরবী বজায় রেখে, সারমর্ম বুঝিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ফতোয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা জ্ঞানীজন একমত না হয়ে পারেন না। জনাব মাওলানা সাহেব ফতোয়া রচনা করে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগনের মতামত গ্রহণের জন্য কলিকাতা ও হিন্দুস্থানের বহু জায়গায় প্রেরণ করেন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হেড মৌলবী শামসুল আলম জনাব মাওলানা মুফতি আব্দুললা টঙ্কি সাহেব, সহকারী হেড মৌলবী মাওলানা বেলায়েত হোসেন সাহেব, এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ আলেমগণ তাহাদের মূল্যবান মতামত সহ দস্তখত করেছেন।
এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে এই ফতোয়া সম্বলিত "এশায়াতে তালিম" নামে এক একটি বই বের করেন।
এর সঙ্গে জুমার খুতবা "খোতবায় লতিফিয়া" নামে মূল আরবী খুতবা বাংলা সারমর্ম সহ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের বহু জেলার আলেমগণ এই মতের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্দোলন করেন। এরপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার দৈনিক সুলতান পত্রিকায় জুমার আরবী খুতবা এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।
উক্ত পত্রিকা প্রধান সম্পাদক ভারতের বিখ্যাত আলেম সমাজ নেতা ও বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদ সাহেব উক্ত প্রবন্ধের সাথে জুমুয়ার আরবী খুতবা বহাল রেখে বাংলা মাতৃভাষা সারমর্ম বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য করেন। হিন্দুস্থানে হিন্দুস্থানের আরবী খুতবা সারাংশ উর্দু ভাষায় বুঝিয়ে দেয়ার পক্ষে ফতোয়া জারি হয়েছে এবং এইরূপ খুতবা প্রকাশিত ও রচিত হয়েছে। তুরস্ক ও কাবুলে বহুদিন থেকে দেশীয় ভাষায় খুতবা দানের আন্দোলন চলছিল, পরিশেষে কার্যকরী হয়েছে। জনাব মাওলানা সাহেবের ফতোয়া প্রচারিত হওয়ার পর একদল আলেম ইহার বিরোধিতা করেন কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

## খয়রাত, জেয়ারত, মৌলুদ, কেয়াম, বুলন্দ আওয়াজে দরূদ শরীফ পড়া জায়েজ হওয়ার ফতোয়া

একদল আলেম খয়রাত, জেয়ারত, মৌলুদ (মিলাদ শরীফ), কেয়াম, বুলন্দ আওয়াজে দরূদ শরীফ পড়া ইত্যাদিকে বেদাত বলে প্রকাশ করতে থাকেন। জনাব মাওলানা সাহেব এই মতবাদের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে মৃত ব্যাক্তির মাগফেরাত ও নাজাতের জন্য যথোপযুক্তভাবে দান খয়রাত করা নিষিদ্ধ নয় বরং অত্যন্ত জরুরি ও জায়েজ। তিনি এই বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধবাদী আলেমদের সাথে বহছ, মোনাজারা করে জোরালোভাবে এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন এবং খয়রাত, জেয়ারত, মৌলুদ (মিলাদ শরীফ), কেয়াম, ইত্যাদি জায়েজের পক্ষে বিস্তারিত ফতোয়া লিখে প্রচার করেন। এরপর তাঁর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা জনাব মাওলানা হাজী শাহ আবুল ফরাহ মোঃ নুরুল হক লতিফী (রহঃ) উক্ত ফতোয়াকে আরও পরিবর্ধিত করে "তারকিতাল

বাসার: ফি খায়রাত, জানাজাহ ওয়া জিয়ারাহ” নামে বই আকারে প্রকাশ করেন।

## মুসলমানদের “বন্দে মাতরম” বলা জায়েজ হওয়ার ফতোয়া

১৯২০ এর দশকে ভারতীয় উপমহাদেশের ( অবিভক্ত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) স্বাধীনতা আন্দোলন বা স্বরাজ আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন মুসলমানদের “আল্লাহু আকবার” এবং হিন্দুদের বন্দে মাতরম আওয়াজে সবদিক পূর্ণ হয়ে গেল। এসময় ঐক্যবদ্ধ স্বরাজ আন্দোলন-এ মুসলমানদের “বন্দেমাতরম” বলা শরীয়তসিদ্ধ হবে কিনা এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। সন্দীপের সুবিখ্যাত আলেম মাওলানা ওজিউল্লাহ সাহেব মুসলমানেরা বন্দেমাতরম বললে কুফর বা কুফরী হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলে ফতোয়া দেন। আমাদের জনাব মাওলানা সাহেবও মুসলমানদের “বন্দেমাতরম” বলার পক্ষে ফতোয়া দেন যা তার মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহি:প্রকাশ।

## মৃত্যু

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি কুমিল্লার লাকসামে সফরে ছিলেন। এসময় তাহার শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়েছিল, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল, সামান্য জ্বর ছিল, এরপর জ্বর বাড়তে লাগল। নামাজ, অজিফা অন্যান্য আমল ইশারায় সম্পন্ন করতে লাগলেন।
দালাইলুল খাইরাত (دلائل الخيرات) , হিজবুল বাহার তাহার জীবনে কাজা হয় নাই। শরীরের দুর্বলতার জন্য তিনি নিজে পড়তে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা মাওলানা মোঃ নুরুল হক সাহেবের

জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে ডেকে বললেন" " তুমি আমার নিকট বসে দালাইলুল খাইরাত (دلائل الخيرات) , হিযবুল বাহার (Arabic: حِزْبُ الْبَحْرِ) পড়তে থাকো। আওয়াজ এমন বুলন্দ (জোরে) করবে যেন আমি শুনতে পাই। মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব তাঁর আদেশ পালন করলেন তিনি শুয়ে শুয়ে অজিফা শুনতে লাগলেন এভাবে দিনরাত অতিবাহিত হতে থাকলো।

১৯ জিলহজ্ব , ১৩৫৯ হিজরি, শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুমার নামাজের পূর্বে বাড়ির উঠানে ইজিচেয়ারে শুয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত মশগুল হয়ে পড়েছেন। তাঁর সাহেবজাদাগণ জুমার নামাজে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। সকলেই তাঁর নিকট থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করছিলেন। কারণ সবার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, নামাজ শেষে সম্ভবত তাকে জীবিত অবস্থায় নাও পেতে পারেন।

তিনি সবাইকে দোয়া করে বিদায় দিয়েছিলেন।
এরপর তিনি চেয়ারে বসে নামাজ এর নিয়ত বেঁধেছেন এ অবস্থায় তাঁর প্রাণ বায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হল তখনই মহিলারা তাঁর অন্তিম অবস্থার খবর মসজিদে পাঠালেন, নামাজ শেষে দ্রুত গতিতে সবাই ছুটে আসলেন কিন্তু তারা আসার আগেই তাঁর রুহ মোবারক চলে গেল। তখন বিকেল পৌনে দুইটা (১:৪৫)।
"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"।
সবার চোখে অশ্রু বন্যা বইতে লাগলো।
তাঁর জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা জনাব মাওলানা মোঃ নুরুল হক লতিফি সাহেব শোক বিজড়িত কণ্ঠে বললেন: "হে উপস্থিত লোক সকল আমরা আজ ইয়াতিম হইলাম। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও এতিম ছিলেন। মানুষ এভাবে আসে আর যায়, এখানেই খোদার অপার শক্তি ও মহিমার বিকাশ। অতএব, আমরা ওয়ালিদ বুযুর্গের জন্য শোক করবো না, কাঁদবো না, হা হুতাশ করবো না, উনার রুহ মোবারকের অভিসম্পাত

নিব না। আমরা তাঁকে গোসল দিয়ে কোরআন শরীফ, অন্যান্য খতম দোয়া দরুদ পড়তে থাকবো। আপনাদের মুরুব্বী হিতৈষী পীরের জন্য আপনারা অধৈর্য হবেন না। সকলেই দোয়া দরুদ পড়তে থাকুন। তাঁর রুহ মোবারকের দোয়া নিন"।

যথাসময়ে জনাব মাওলানা সাহেবের মৃত্যু সংবাদ ত্রিপুরা নোয়াখালী চট্টগ্রাম আরো অনেক জায়গায় পত্রবাহক টেলিগ্রাম যোগে পাঠানো হলো।

মাওলানা সাহেবকে গোসল দিয়ে তার মুখমন্ডলে মূল্যবান চাদরে আচ্ছাদিত করে খাটে রাখা হলো এবং আতর ও গোলাপজল বারবার বর্ষণ করা হচ্ছিল। সমাগত আলেম মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র সকলেই কোরআন শরীফ অন্যান্য পড়তে লাগলেন। জনাব মাওলানা সাহেবের জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা বললেন, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং আরো অনেক জায়গায় বিভিন্ন স্থানে তাঁর অনেক ভক্ত, মুরিদ ও দোস্ত মহব্বতের লোক আছেন। তাদের কাছে টেলিগ্রাম এবং পত্র পাঠানো হয়েছে। তাদের অনেকেই জানাজায় শরিক হবেন। অতএব তাদের আগমন প্রতীক্ষায় তাঁকে অন্তত দুই দিন রাখতে হবে। শনিবার সকাল থেকে দলের লোকজন আগমন শুরু করলেন।
বাড়িতে হাহুতাশ কান্নার রোল সবাইকে অস্থির করে তুলল। দেখতে দেখতে সে দিনের অবসান হলো।

তৃতীয় দিন, রবিবার সকাল থেকে তাকে দাফন করার আয়োজন হতে লাগলো। সকলের মত অনুসারে মাওলানা সাহেবের বাড়ির পূর্বে উত্তর পাশের মাঠে তাঁকে জানাজা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল।
সকাল দশটায় তাঁর লাশ মোবারক মাঠে আনা হলো। অন্তত দশ হাজার লোক এবং ৭০০- ৮০০ প্রসিদ্ধ আলিমের উপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা মাওলানা নুরুল হক লতিফ সাহেবের ইমামতিতে জানাযার নামায সম্পন্ন হল।

জনাব মাওলানা সাহেব শুক্রবার বাদ জুমা ইন্তিকাল করেছিলেন। রবিবার দশটায় তাঁর জানাজা দেওয়ার জন্য মাঠে আনা হলে, উপস্থিত জনতা আবার তাঁর চেহারা মোবারক দর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারপর

উন্মোচন করে দেখা গেল তাঁর উজ্জ্বল নূরানী চেহারা অবিকৃত এক অপূর্ব সৌন্দর্য-এ উদ্ভাসিত।

মনে হচ্ছিল তিনি যেন স্বাভাবিকভাবে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছেন। এই দৃশ্য দর্শনে আলিম এবং সাধারণ মুসলমানগন তাহার কামালিয়াত ও ওলীআল্লার কথা শতমুখে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য যে তাঁর ইন্তেকালের সময় হতে জানাজা পর্যন্ত তাঁকে গোসল দিয়ে বাহির বাড়ির বৈঠকখানায় এবং খানকা শরীফের প্রশস্ত ও খোলা বারান্দায় ৪৩ ঘন্টা যাবত রাখা হয়েছিল। এভাবে আরো দুই চারদিন রাখলেও তাঁর শরীরের বিবর্ণ রুপ ধারণ করতো বলে কারো মনে হচ্ছিল না।

ধন্য তাঁর রিয়াজত ও সাধনাকে আর শত ধন্য তাঁর পুণ্যময় জীবনকে!

জনাব মাওলানা সাহেবের মৃত্যু স্মৃতি উদযাপনার্থে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে এক বিরাট ওরস মোবারক- ইসালে সওয়াব সংক্রান্ত কার্যাবলী মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

## সন্তান সন্ততি

জনাব মাওলানা সাহেবের ৬ জন সাহেবজাদা ও ২ জন সাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন:

প্রথম : সাইয়্যেদুল মোনাজেরিন হযরত মাওলানা আলহাজ শাহ আবুল ফরাহ মুহাম্মদ নূরুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে জমাতে উলা পাস করে হিন্দুস্তান রামপুরে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ আলেম ও তর্ক বিশারদ ছিলেন। তিনি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

দ্বিতীয়: হযরত মাওলানা আলহাজ শাহ মুহাম্মদ জহুরুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি লতিফিয়া পরিবারের সংসার পরিচালনা ও লতিফিয়া সিলসিলার মেহমানদের অতিথিপরায়ণের দায়িত্বে ছিলেন ।

তৃতীয় : জনাব শাহ মুহাম্মাদ আজিজুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি পাঠ্যবস্থায় ১৫ বা ১৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।
চতুর্থ: মিয়া নাজমুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি শিশু অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

পঞ্চম: হযরত মাওলানা আলহাজ কাজী শাহ আবুল মোবারক মোহাম্মদ এনামুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা জমাতে উলা পাস করে এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি হতে দরজায় ফাজিল উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি মিরসরাই লতিফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর মাদ্রাসার মুহতামিম ও মিরসরাই ম্যারেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি জনাব মাওলানা সাহেবের গ্রন্থাদির প্রকাশ, প্রচার ও ওরস মোবারক-এর ব্যবস্থা করতেন।

ষষ্ঠ: ফখরে বাংলা হযরত মাওলানা আলহাজ শাহ মোহাম্মদ একরামুল হক লতিফী (রহঃ)। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা উলা ও টাইটেল পাস করে মিরসরাই লতিফিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট পদে ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ওয়াজকারি ও তর্কবাগীশ ছিলেন।

প্রথম সাহেবজাদী: মোসাম্মৎ কুদরতুল নেছা। তিনি মঘাদিয়ার (মিরসরাই থানা) শরীফ খানদানের জনাব এমদাদ আলী চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠ শাহজাদা জনাব চৌধুরী আজিজ আহমেদ সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় সাহেবজাদী: মোসাম্মৎ আশরাফুন্নেছা। তিনি মায়ানীর(মিরসরাই থানা) সৈয়দ বংশের জনাব সৈয়দ সিরাজুল হক সাহেবের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।